মগরাহাটের বিষমদের স্মৃতি এখন ফিকে

রিপোর্টিং

চোলাইয়ের কারবার ফের রমরমিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়ঃ

২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সকাল থেকে রটে গেল খবরটা। চোলাই খেয়ে অসুস্থ হয়ে মগরাহাট, উস্তি ব্লক হাসপাতালের কাতারে কাতারে লোক ভরতি হচ্ছেন। তাঁদের কারও পেটে যন্ত্রণা, কেউ বমি করছেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যা বাড়তে লাগল। ততক্ষণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। এক থেকে দুই থেকে তিন বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৫ জন মারা গিয়েছে। মগরাহাট, উস্তি, সংগ্রামপুর, মন্দিরবাজার এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে চেলাই মদে আক্রান্তদের নিয়ে তাঁদের পরিজনেরা ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে ভিড় জমিয়েছেন। এত ভিড়, আগে কখনও হয়নি। সব মিলিয়ে তিনশো ছাড়িয়ে গিয়েছে। হিমসিম খেতে হয়েছে হাসপাতাল কর্তপক্ষকে। অনেককে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। ওই বিষমদে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছিল ১৭২ জনের। যাঁদের অধিকাংশই দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের সদস্য। ওই ঘটনার মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধরা পড়েছিল মগরাহাটের বিলন্দপুরের মদ কারবারি খোঁড়া বাদশা। যার আসল নাম নূর ইসলাম ফকির। তাঁর সঙ্গে আরও সাতজন ধরা পড়েছিল।

২০১২ সালের ১৪ ডিসেম্বের বিষমদ কান্ডের বর্ষপূর্তি। একবছর আগে মগরাহাট, উস্তি, সংগ্রামপুর, মন্দিরবাজার এলাকায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের পরিজনের এখনও শোকের কবল থেকে বেরতে পারেনি। বিষমদের ছোবলে কারও বাবা, ছেলে, স্বামী, কারও পরিবারের তিন থেকে চারজনও মারা গিয়েছেন। ফলে ওই সব এলাকার মানুষ চান, চোলাই মদ বারবারের জন্য নির্মূল হোক। কিন্তু সেই চাওয়া আর বাস্তবের মধ্যে এতটাই ফারাক যে, এতগুলি মানুষের মৃত্যুর পরও একেবারে ধ্বংস করা যায়নি। এখনও চোলাই মদ গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্রি হচ্ছে। যদিও ওই ঘটনার পর চোলাই মদ তৈরির আসল ঘাঁটি বারুইপুরের গোচারণের সমস্ত ভাটি ভেঙে দেয়। সেখান থেকে একাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরও লাগাতার পুলিশি অভিযান চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চোলাই মদ বিক্রি বন্ধ করা যায়নি। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েক জায়গায় তা তৈরি হচ্ছে গোপনে। সেখান দিয়ে গোটা জেলায় মদ সাপ্লাই হত। সেই মদ পাউকারি দরে কিনে নিয়ে মগরাহাটের খোঁড়া বাদশা তার বাড়িতে নেশা বাড়ানোর জন্য তাতে আরও কিছু মেশাত। বলা হত, বলা হত, সেই মেশানোর মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় বিষক্রিয়া হয়ে যায়। তার ফলে এত মানুষ মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে পুলিশি অভিযানে গোটা জেলায় মদ বিক্রি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফের তা শুরু হয়েছে। তবে এখন মগরাহাটে না হলেও ভাঙড়, কাশীপুর, বিষ্ণুপুরের পৈলান এবং সোনারপুরের ভেড়ি এলাকায় চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে । এছাড়া হাওয়া জেলার শাখা ভাঙা থেকে নদী পথে নোদাখালি, ফলতা এবং বজবজ দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঢুকছে। সন্ধ্যা হলেই ডায়মন্ডহারবার, রামনগর থানা এলাকার সুরষা হাট, দেওয়ানতলা, সাধুরহাট, নূরপুর, ভাদুড়া মোড়, কলাতলাহাট, ফলতার দেবীপুর ও দোস্তিপুর। এছাড়া ঢালাও বিক্রি হচ্ছে বিষ্ণুপুর, মোদাখালি, বজবজ, মহেশতলা থানার যথাক্রমে পাথরবেরিয়া, জয়চন্ডীপুর, নতুনবাজার মোড়, বিড়লাপুর, মোড়, তিনফটক, রায়পুর বাসস্ট্যান্ড, পার্বতী, রায়পুর, আশুতির কালীতলা ফাঁড়ি পিছনে। ভাঙড় থানার দুর্গাপুর অঞ্চরে হরিশপুরের অদিবাসীপাড়াতে মদ তৈরি হয়। এই জায়গায় পুলিশ অভিযান করেও তা বন্ধ করতে পারেনি। পুলিশের একাংশের মতে, চোলাই মদ বিক্রি ধারাবাহিক প্রচার এবং ওই পেশার সঙ্গে যুক্তদের বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া নির্মূল করা যাবে না। তাই শুধু পুলিশ দিয়ে অভিযান করলে কাজ হবে না। সেই বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়টি রাজ্য সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

অভিযান থিতিয়ে আসতেই চোলাইয়ের রমরমা কলকাতায়ঃ

এক বছর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে বিষমদ পান করে প্রায় পৌনে দুশো লোকের মৃত্যু হয়েছিল। এরপরই কলকাতায় চোলাই মদ বিরোধী অভিযান শুরু করে পুলিশ। অনেকগুলি মদের ভাটি ভেঙে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর অভিযান থিতিয়ে আসে। এই মওকায় ভাঙা ভাটিগুলি ফের চালু হয়ে যায়। শহর জুড়ে আবার চোলাই মদের রমরমা চলে। পুলিশ ও নেতাদের একাংশের মদতে এই কারবার ফুলেফেঁপে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষের মাত্রাও বাড়ছে। এই শহরের মগরহাটের মতো ঘটনার আশঙ্কা করেছেন কেউ কেউ।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন চোলাইয়ের ভাটিতে প্রথম দফায় চিটেগুড় বা চিনির গাদ পচিয়ে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়। পচানোর জন্য ব্যবহার করা হয় ইস্ট। দ্বিতীয় দফায়, হাঁড়ির ভিতরে পচা গুড় রেখে তার উপর জল ঢেলে পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করা হচ্ছে। তারপর মেশানো হচ্ছে পচা ভাত, মিথাইল অ্যালকোহল ও কীটনাশাক ইত্যাদি

অভিযোগ, মদে ভেজাল রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এ জন্যই বেড়ে চলেছে চোলাই মদের ব্যবসা। পূর্ব শহরতলির ইস্টার্ন বাহপাস, পরমা আইল্যান্ড, ৫৭, ৫৮, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে চোলাইয়ের ভাটিতে আগুন জ্বেলে দিনেদুপুরে টগবগিয়ে ফোটে ঝাঁঝালো তরল। পান করতে সন্ধ্যা নামতেই ভিড় করতে থাকে কয়েকশো পিপাসু। শুধু বাইপাশ নয়, ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকার যৌনপল্লি এলাকায় চলছে চোলাই মদের রমরমা। পুলিশের একাংশের যোগসাজসেই তা চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া ওলাইচন্ডীতলা-নতুনপাড়া, টালাপার্ক সংলগ্ন এলাকা, ঘোষবালান বস্তি। বাগবাজারের চামারপট্টি চিৎপুরের বিভিন্ন এলাকায় চোলাই মদের কারবার বেড়ে গিয়েছে।

লালবাজারের কর্তারা যতই দাবি করুক না কেন, নিচুতলার পুলিশকর্মীদের বক্তব্য, বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর মতো লোকবল তাদের নেই। অনেক সময় আবার মদের বাটি বন্ধ করতে গিয়ে আক্রন্ত হতে হচ্চে। চোলাইয়ের কারবারে একশ্রেণির নেতার ইন্ধনও রয়েছে।

তবে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা ও শহরতলিতে চোলাইয়ের রমরমা যে ফের বেড়ে গিয়েছে তা মানছেন লালবাজারের কর্তারা।

হতদরিদ্র পরিবারগুলি কাঁচা পয়সা আয়ের আশায় লুকিয়ে চুরয়েই মদের ভাটি গড়ে তুলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বড় বড় ঝকঝকে গাড়ি করে কলকাতায় ঢুকছে চোলাইয়ের পাউচ, জেরিকান, ফুটবলের ব্লাডার। আরামবাগ, গোঘাট চন্ডীতলা, বেগমপুর, চন্দননগর সহ হাওড়া-হুগলি থেকে চোলাইয়ের উপকরণ ঢুকছে শহর ও শহরতলিতে। লালবাজারের এক কর্তা জানিয়েছেন, ট্যাংরা, হরিদেবপুর, পূর্ব যাদবপুর, বাঁশদ্রোনী, টালিগঞ্জস নোনাডাঙার মতো এলাকায় এখনও চোলাই মদের যথেষ্ট রমরমা রয়েছে। গত ছ'মাসে ৭৫ জনকে এই ব্যবসায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযানের পর চোলাই মদের কারবার সামান্য থিতিয়ে গেলেও, কয়েকদিন পর তা ফের জাঁকিয়ে বসছে। পুলিশের কাছে খবর এলেও লোকবলের অভাবে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) জাভেদ শামিম অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি বছর আগে বন্দর এলাকায় বিষমদে ১৪ জন মারা যাওয়ার পর চোলাইয়ের বিষয়ে পুলিশ যথেষ্ট সতর্ক। নিয়মিত অভিযান চালানো হয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে কয়েকটি এলাকায় যে এই কারবারের রমরমা, তা তিনি স্বীকার করেন। তিনি জানান, অভিযোগ যখন এসেছে, তখন শীঘ্রই অভিযান চালানো হবে।

বর্তমান, ১৪ ডিসেম্বর ২০১২

বিলিতির দোকানে মিলতে পারে দেশি-ও

বারে বোতল বিক্রির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ, কোষাগারে আসতে পারে বাড়তি ১০০ কোটি ঃ বার এবং বার-কাম রেস্তোরাঁয় মদের বোতল বিক্রি-র লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর এ বার বিলিতি মদের দোকানে দেশি মদ বিক্রির লাইসেন্স দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে রাজ্যের প্রায় দুই হাজার বিলিতি মদের দোকানের মালিকরা দেশি মদের বোতল বিক্রি করার জন্য লাইসেন্সের আবেদন করতে পারেন। রাজ্যের আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, প্রত্যেক বিলিতি মদের দোকান মালিকরা এই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আবেদন করলে ফি বাবদ প্রাথমিক ভাবে নূন্যতম ২০ কোটি টাকা আদায় হবে। এর সঙ্গে ওই সব দোকান থেকে দেশি মদের বাতল বিক্রির হিসাব যোগ করে আবগারি দপ্তরের কর্তাদের অনুমান, কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা এই অর্থ বছরে বাকি তিন মাসে সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে।

আবগারি দপ্তরের এক কর্তা জানান, 'রাজস্থান, হরিয়ানা বা দিল্লির মতো রাজ্যে এ রকম কম্বাইন্ড শপ রয়েছে, যেখানে দেশি ও বিলিতি মদের বোতল এক সঙ্গে বিক্রি হয়। ওখানে এ ধরনের দোকানগুলিকে 'শরাব কি ঠেক' বলে। আমাদের রাজ্যেও এ রকম দোকান চালুর ব্যবস্থা করার কথা ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। বিদেশি মদের বোতল বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা চলছে। এটা তারই অঙ্গ।'

বিদেশি মদের দোকানের মালিকদের একাংশের মতে, বার এবং বার-কাম- রেস্তোরাঁয় মদের বোতল বিক্রির লাইসেন্স দেওয়ার সে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, তার ফলে তাদের ব্যবসা বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মধ্যমগ্রাম এলাকার এক বিলিতি মদের দোকানের মালিক সোমনাথ পালের বক্তব্য, 'সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমাদের ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। একসঙ্গে প্রায় ১৫০০ বার এবং বার-কাম-রেস্তোরাঁ এই লাইসেন্স পেলে ওরা আমাদের ব্যবসায় ভাগ বসাবে। এত দোকানের ব্যবসা পাওয়ার মতো বাজার আমাদের রাজ্যে নেই। এর ফলে অনেক দোকান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আইনি পথে যাওয়ার কথাও ভাবছেন কিছু বিলিতি দোকানের মালিক। সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেন লিকার লাইসেন্সিজ-এর সাধারণ সম্পাদক বিজন পাত্র বলেন, 'আমরা আবগারি দপ্তর থেকে খবর পাচ্ছি যে এর পর দেশি মদের দোকানে হুইস্কি বিক্রি করার লাইসেন্স দেবে রাজ্য সরকার। এখন ওরা দেশি মদের পাশাপাশি রাম বিক্রি করতে পারে। এ বার যদি হুইস্কিও বিক্রি করার অনুমতি পয়, তা হলে আমরা কী করে ব্যবসা করব? বিলিতি মদের দোকানের মালিকদের দেশি মদের বোতল বিক্রি করার লাইসেন্স দিলেও আমাদের কোনও লাভ হবে না। অবশ্য সরকারের ঘরে আবগারি শুল্ক বাবদ প্রচুর টাকা আসবে।'

রাজ্যের আবগারি দপ্তর অবশ্য এই যুক্তি মানতে নারাজ। দপ্তরের কর্তাদের কথায় গত বছরের তুলনায় এ বছর দেশি মদের বোতল বিক্রি মাসে বেড়েছে এক কোটি। এক কর্তা জানান, 'আমাদের লক্ষ্য রাজ্যে চোলাই মদের ব্যবসা একেবারে নির্মূল করা। সেই লক্ষ্যেই আমরা বিলেতি মদের দোকানে দেশি মদের বোতল বিক্রি হলে দেশি মদ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য হবে।'

এই সময়, ২১ডিসেম্বর ২০১২

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী ১৪০ জন মৃত ও কয়েক ডজন মানুষ চুল্লু খেয়ে অসুস্থ। যারা মারা গিয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই গরীব, রিক্সাচালক, মজুর এবং হকার। ঘটনাটি ঘটেছে মগরাহাট অঞ্চলে গত ২০১১-র ডিসেম্বর মাসের ১৪ তারিখে। যা কিনা কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দূরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন চুল্লু একটা সামাজিক ব্যাথি। এটা দূর করে দেওয়া উচিত। আমি চাই চুল্লু উৎপাদন ও বিক্রির উপর কড় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সাতজন কে অ্যারেস্ট এবং দশটি দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ -এ ১৩০জন গুজরাটে মারা গিয়েছিল দেশী মদ খেয়ে। সে বছর ডায়মন্ড হারবারে ১০টি দোকান ভাঙা হয় ও চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওখানকার জনগন বলেছেন 'এখানে পুলিশ স্টেশনের উল্টোদিকের দোকানেই চুল্লু বিক্রি হয়। পাউচ বিক্রি হয় ১০ টাকা করে। এই চুল্লু তৈরি যারা করে তাদের ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয় জনপ্রতি। এবং বিক্রি পদ্ধতি সাইকেলে করে দরজায় দরজায়। মদ্যপান একটা ব্যাধি। রুরাল এবং আরবান অঞ্চলে।

(নেট থেকে ই খবরটি নেওয়া হয়েছে)